যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2013
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

এমপিওভুক্তি নিয়ে তোপের মুখে শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি নিয়ে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের তোপের মুখে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে তিনি এ ইস্যুতে তোপের মুখে পড়েন। সরকার ও বিরোধীদলীয় একাধিক সদস্য তাদের কাছ থেকে তিনটি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য তালিকা নিয়েও তা না করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। দু'পক্ষের তোপের মুখে পড়ে বিষয়টি হাসির ছলে স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও সংসদে বলেন, 'সরকার ও বিরোধী দল- দুই পক্ষ থেকেই আমাকে এমপিওভুক্তি নিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। এতে আমি কষ্ট পাইনি বরং আনন্দিত।' প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতীয় পার্টির একেএম মাইদুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের মোল্লা জালাল উদ্দীন, বিএনপির আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জেএসডির মোস্তফা আলীসহ আরো কয়েকজন সংসদ সদস্য শিক্ষামন্ত্রীকে এমপিওভুক্তির বিষয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। একেএম মাইদুল ইসলাম বলেন, আপনি প্রত্যেক সংসদ সদস্যের কাছ থেকে তিনটি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম নিয়েছেন; কিন্তু কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি। পরে আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমার নির্বাচনী এলাকার একটি কলেজ এমপিওভুক্তির জন্য চেষ্টা করেছি, তবে বারবার এ কাজটি পিছিয়ে যাচ্ছে। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা আমাকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছেন এ জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। তবে আমাদের সামর্থ্য কম হওয়ায় আমরা একসঙ্গে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে পারছি না। আমি সবার কাছ থেকে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়েছি প্রচার করার জন্য নয়। সে ক্ষেত্রে তিনটি নাম প্রকাশ পেলে অন্যরা বলবেন আমাদের কেন এমপিওভুক্ত করা হলো না। এ ছাড়া সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা এবং এ ঘটনায় কাউকে আটক না করা নিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্য শাম্মী আখতারের তোপের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী। পরে উদয়ন স্কুলে এক ছাত্রীর ড্রেসের হাতা কেটে দেয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিএনপির আরেক সংসদ সদস্য সৈয়দা আসিফা আশরাফী পাপিয়া। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। যে শিক্ষিকা এ কাজ করেছেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি ওই স্কুলে আর শিক্ষকতা করতে পারবেন না।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে ৩০ কোটি বই : সাধনা হালদারের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ৩০ কোটি ৭৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬৭২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩০ কোটি ১০ লাখ ২৮ হাজার ৫৩টি বই বিতরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।